যুগান্তর

তারিখ 9 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সেশনজটের যন্ত্রণায় কাতর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ লাখ শিক্ষার্থী

মুশতাক আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ অনার্সে বর্তমানে তিনটি ব্যাচ রয়েছে। ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা হয়েছে ৬ মাস আগে। তাদের ফলাফল এখনও হয়নি। ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ফরমপূরণ শেষে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষমাণ। আর ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস চলছে। অথচ প্রথম ব্যাচটির পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশের কথা ছিল সর্বোচ্চ ২০১২ সালের শুরুতেই। যাদের এখন দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলার কথা। পরের ব্যাচটি ফল হাতে নিয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাসে প্রবেশের কথা। আর শেষের ব্যাচটির প্রথম বর্ষের ক্লাস শেষের দিকে থাকার কথা। কিন্তু ক্লাস, পরীক্ষা আর ফল প্রণয়ন নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে এক লেজেগোবরে অবস্থা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশে আড়াই হাজারের বেশি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে প্রায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থেই চলে বিশ্ববিদ্যালয়টি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ বিশালসংখ্যক শিক্ষার্থীর ওপর 'সেশনজট'র বোঝা অভিশাপের মতো আবির্ভূত হয়েছে। বিভাগ ভেদে সর্বনিম্ন ১ বছর থেকে ৪ বছরের সেশনজটও রয়েছে। একটি শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষায় জট দেখা দিলে প্রত্যেকটি ব্যাচেই তার ধাক্কা লাগে। মূলত সঠিক সময়ে ভর্তি, ক্লাস, পরীক্ষা আর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে এ ধরনের অবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীদের পড়তে হতো না। তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতো না মূল্যবান সময়। থমকে যেতো না শিক্ষার্থীর ব্যক্তি, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবন। ছিটকে পড়তে হতো না রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রউভি অধ্যাপক ড. আ ক ফিরোজ আহমদ বলছেন, যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'সেশনজট'ই সার্বিকভাবে জাতির জন্য অভিশাপের মতো। কেননা, একটি ছেলে বা মেয়ে এক মাসও যদি বেশি ছাত্রজীবনে থাকে তাহলে তার ব্যক্তিগত কমপক্ষে ৪ হাজার টাকা বেশি খরচ হয়। এর বাইরে ওই ছাত্রের পেছনে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী এক মাস বেশি প্রতিপালন এবং তাদের পেছনে

কাতর : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১